ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় সমগ্র জাতির সাথে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

মূসক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

০১। সম্বানিত মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য সেবাসমূহের মধ্যে **বিদ্যুৎ বিতরণকারী সেবার (কোড-এস-০৫৭.০০) উপর ১০ই জুন ১৯৯৯ তারিখ হতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয়েছে।**

০২। বিদ্যুৎ বিতরণকারী অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত অথবা ক্রীত অথবা অন্য যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্যের বিনিময়ে সরবরাহ করে।

০৩। সরকার মূল্য সংযোজন কর দাতাদের সুবিধার্থে বিদ্যুৎ বিতরণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৪ (চার) টি শ্রেণীতে ভাগ করে নিম্নলিখিতভাবে সংকুচিত ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ করেছে ঃ

সেবার নাম	সেবার কোড	ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী ৪টি শ্রেণীর বর্ণনা	মোট মূল্যের উপর প্রদেয় নীট মূসকের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বিদ্যুৎ বিতরণকারী	S০৫৭.০০	আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী	৬.৭৫%
		বাণিজ্যিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুৎ	৬%
		সেচ প্রকল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ	১.৫%
		শিল্পখাত ও রাস্তার বাতিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ	৭.৫%

০৪। বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতের সময় উল্লেখিত হারে মূল্য সংযোজন কর বিলের সাথে আদায় নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৫। যে সকল ভোক্তা নিজে বিদ্যুৎ বিল জমা দেন তাঁরা উল্লেখিত হারে বিদ্যুৎ বিলের সাথে মূল্য সংযোজন কর জমা দেবেন।

০৬। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিলের বিপরীত আদায়কৃত সমুদয় অর্থ দ্রুত বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাসমূহের অ্যাকাউন্টে বহি স্থানান্তর করবে যাতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত রাজস্বের মূল্য সংযোজন কর অংশের অর্থ মূল্য সংযোজন কর খাত-এ বুক ট্রান্সফার অথবা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে পারেন।

০৭। আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর যথাসময়ে সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান না করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

০৮। এই সংক্রান্ত আর কোন তথ্য জানার থাকলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে অথবা ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৯। অর্থবিল ১৯৯৯ এর মাধ্যমে দি ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি অ্যাক্ট ১৯৩৫ রহিত করার ফলে ইতিপূর্বে উক্ত আইনের অধীন প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উপর ১৫ পয়সা হারে যে বিদ্যুৎ শুল্ক আদায় করা হতো তা ১০-০৬-১৯৯৯ তারিখের পর হতে আদায়যোগ্য নয়।

১০। এই বিজ্ঞপ্তি মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১এর বিধি ৩৮এর বিধান অনুযায়ী জারি করা হলো।

ফোন : ৪০৫১৯৮, ৪০৬৪১৬, ৮৩১৮১২০ # ২৪৮, ফ্যাক্স : ৮৩১৬১৪৩

মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত জরুরি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ ১০ ডিজিটের মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) নিবন্ধনপত্র বিতরণ প্রসংগে।

০১। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৮ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের পরিবর্তে ১০ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধনপত্র কোন প্রকার জরিমানা ব্যতীত ৩১শে জুলাই ১৯৯৯ খৃঃ তারিখ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। ১লা আগষ্ট ১৯৯৯ খৃঃ তারিখ থেকে ৩১ শে আগষ্ট ১৯৯৯ খৃঃ তারিখ পর্যন্ত ২০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্য করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খৃঃ তারিখ থেকে ২০০০/- টাকার অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য ১০০/- (একশত টাকা মাত্র) জরিমানার বিধান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জরিমানা হার পুনঃনির্ধারণের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন জানানো হয়।

০২। বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনার করে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃঃ তারিখ পর্যন্ত এককালীন ২০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্য করা হল। ১লা জানুয়ারী ২০০০ খৃঃ তারিখ থেকে ২০০০/- টাকার অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র) জরিমানা পুনঃনির্ধারণ করা হল। পূর্বের জরিমানার হার এবং বর্তমান জরিমানার হার নিম্নে ছকে প্রদর্শিত হলোঃ

	পূর্বের জরিমানা	বর্তমান জরিমানা
এককালীন জরিমানা	২০০০/ ১লা আগষ্ট থেকে ৩১শে আগষ্ট ১৯৯৯ খৃঃ পর্যন্ত	২০০০ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃঃ পর্যন্ত
দৈনিক জরিমানা	১০০/- ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খৃঃ থেকে	২৫/- ১লা জানুয়ারী ২০০০ খৃঃ থেকে

০৩। যাঁরা অদ্যাবধি ১০ ডিজিটের নিবন্ধনপত্র গ্রহণ করেননি তাঁরা সত্বর শেষ সুযোগ হিসেবে নিবন্ধনপত্র গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দয়া করে যোগাযোগ করবেন।

০৪। জরিমানার পুনঃনির্ধারিত হার ০৪-১১-৯৯ খৃঃ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
আদেশক্রমে
(মোঃ আব্দুর রউফ)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক)

ডি.এফ.পি - ২৭৪৭২ - ৬/১২/৯৯

মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি
২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় সমগ্র দেশবাসীর সাথে আমরাও আনন্দিত

যতনে রতন মেলে

খাঁটি কথা। বহুদিন ধরে চলে আসছে এই কথাটি গ্রাম বাংলায়। অক্ষরে অক্ষরে খাটে এটি বৃক্ষ পরিচর্যার ক্ষেত্রে। চারাগাছের যত্ন নিন। প্রতিদানে গাছ আপনাকে দেবে অনেক কিছু যা আপনার ভাগ্যোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

বর্ষাকাল শেষ। বেশ কিছুদিন হলো শেষ হয়েছে বৃক্ষরোপণের মৌসুম। রোপণ করা চারাগাছের যত্ন নেয়ার, পরিচর্যা করার এখনই উপযুক্ত সময়। ভাল যত্ন নিলে চারাগাছ বাঁচবে, বেড়ে উঠবে। হয়ে উঠবে আপনার জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

এখন আপনার করণীয় কাজ–প্রথমে চারাগাছের গোড়ার শক্ত মাটি খুঁচিয়ে আলগা করা এবং অল্প পরিমাণ সার এমনভাবে ছিটিয়ে দেয়া যেন শিকড়ে সার একদম না লাগে। পরে প্রয়োজন মাফিক পানি দিন চারাগাছের গোড়ায়। খেয়াল রাখবেন গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে।

পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে চারাগাছ রক্ষা করতে এবং রোগবালাই থেকে চারাগাছ বাঁচাতে প্রয়োগ করতে হবে কীটনাশক ওষুধ। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে মাঝে মধ্যে সতর্কতার সাথে। এইসবের জন্য খুব বড় একটা খরচ হয় না। কিন্তু আপনার লাভের অংক ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে। প্রচুর ধন-দৌলতের অধিকারী হবেন আপনি। থাকবে না আর আপনার ও আপনার পরিবারের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন। সংসার সুখের হবে গাছের গুণে।

আসলে গাছ হচ্ছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। গাছের সঠিক পরিচর্যা করলে অবশ্যই ফিরবে আপনার কপাল। আজই লেগে যান গাছের পরিচর্যার কাজে। নিজের ও আপনজনের ভাগ্যোন্নয়নের কাজে।

প্রচুর লাভবান হোন গাছের যত্ন নিয়ে

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডি.এফ.পি - ২৭৪৭৪ - ৬/১২/৯৯